পঞ্চদশ - ষোড়শ শতকে সমুদ্র যাত্রা ও ভৌগোলিক আবিষ্কারের পটভূমি/ প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করো। 10 নম্বর।

অথবা

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে নৌ সামুদ্রিক অভিযানের কারণগুলি কী ছিল?

অথবা

পঞ্চদশ শতকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ কর্তৃক সমুদ্রাভিযান ও ভৌগোলিক আবিষ্কারে অংশগ্রহণের কারণগুলি কী ছিল?

ইউরোপ মধ্যযুগে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে ~~বিচ্ছি~~ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ফলে, কৃষি অর্থনীতি এবং গির্জার নিয়ন্ত্রিত জীবনে বহিঃবিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান সীমিত হয়ে পড়ে। দশম শতাব্দী থেকে ইউরোপ এই বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটাতে থাকে এবং ইউরোপ ক্রমশ আবার বহিঃবিশ্বের সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলার আগ্রহ প্রকাশ করে। এর পরিণাম ছিল পঞ্চদশ- ষোড়শ শতকে ভৌগোলিক ও সামুদ্রিক অভিযান সমূহ। সাধারণ-ভাবে ভৌগোলিক আবিষ্কারের Motive বা উদ্দেশ্যকে 3G দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়— Gold, God, Glory।

সমুদ্রাভিযান ও ভৌগোলিক আবিষ্কারের পটভূমি / কারন / প্রেক্ষাপট :-

(i) বানিজ্যিক উচ্চাকাঙ্খা :-

বানিজ্যিক উচ্চাকাঙ্খা পঞ্চদশ শতকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতা বৃদ্ধি করেছিল। অন্য দেশকে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় হারিয়ে নিজের দেশের বানিজ্যিক উচ্চাশা পূরন করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ নতুন নতুন দেশে বাজারের সন্ধান করতে সমুদ্রে পাড়ি দেয়।

(ii) নতুন পথের সন্ধান লাভ :-

ইতিপূর্বে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ভেনিস ও জেনোয়ার মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বানিজ্যিক যোগাযোগ রক্ষিত হতো। কিন্তু তুর্কিদের আক্রমণে কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন (1453 AD) ঘটলে প্রাচ্যের সঙ্গে বানিজ্যের জন্য ইউরোপীয়রা ভূমধ্যসাগরের বানিজ্যপথ ব্যবহারের সুযোগ হারায়। এই নতুন পথের সন্ধান পেতে ইউরোপের বনিকরা আকুল হয়ে ওঠে।

(iii) নবজাগরনের প্রভাব :-

নবজাগরন মানুষের মধ্যে নিয়ে এসেছিল নতুন করে জানা ও বোঝার আগ্রহ। এই আগ্রহ থেকে পশ্চিম ইউরোপের মানুষের মধ্যে পৃথিবীর অজানা অঞ্চলগুলি সমন্ধে জানার আগ্রহ তৈরি হয়।

(iv) পর্যটকদের বিবরনের প্রভাব :-

পঞ্চদশ শতকে ইউরোপে নবজাগরনের প্রভাবে বিভিন্ন ভ্রমন বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। মার্কো পোলো, তুরারা, জরদ্যা সমুদ্রের ভ্রমন কাহিনী থেকে বিশ্বের দূরবর্তী প্রান্তগুলি সম্পর্কে ইউরোপের মানুষের কৌতূহল বাড়ে। অজানাকে জানা এবং অচেনাকে

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

চেনার এক অদম্য ইচ্ছা ইউরোপকে আবিষ্ট করে।

(v) সোনার অনুসন্ধান :-

চতুর্দশ- পঞ্চদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপের অর্থ-সংকট (মুদ্রা সংকট) তীব্র হয়। 1415 খ্রিস্টাব্দে পোর্তুগিজরা উত্তর আফ্রিকার উপকূল আবিষ্কার করলে গিনির স্বর্ণভান্ডার সম্পর্কে পরিচিত হয়। কলম্বাস ঘোষণা করেন, তাঁর অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হলো- সবচেয়ে মূল্যবান সোনা অনুসন্ধান। নিঃসন্দেহে বলা যায়, সোনার অনুসন্ধান অভিযানকারীদের অন্যতম প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল।

(vi) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও নতুন জ্ঞানচর্চা :-

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, ভৌগোলিক জ্ঞানবৃদ্ধি, জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার উন্নতি সমুদ্রাভিযানকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিল। কম্পাসের আবিষ্কার, অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের জন্য অ্যাস্ট্রোল্যাবের আবিষ্কার, উন্নত মানচিত্রের প্রকাশ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-গুলি নাবিকদের অজানা সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ায় দুঃসাহস যোগায়। পৃথিবীর গোলাকার বলে তুলে ধরে গ্যালিলিওর বক্তব্য নাবিকদের অভিযানে বিশেষ-ভাবে সহায়তা করে।

(vii) ধর্মীয় প্রেরণা :-

কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনে ইউরোপে ইসলামের প্রবেশ ঘটলে ইসলাম ধর্মকে প্রতিহত করে খ্রিস্টান ধর্মের প্রসার ঘটানো বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ইসলামের মোকাবিলা ও সমুদ্র পেরিয়ে নতুন দেশের মানুষদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যে খ্রিস্টান চার্চ সমুদ্রাভিযানে উৎসাহ দেয়।

School Education Department, Government of West Bengal

(viii) প্লেগের ভূমিকা :—

চতুর্দশ শতকে প্লেগের প্রকোপে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হলে ইউরোপের জনসংখ্যা বিশেষভাবে হ্রাস পেলে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও বিকাশ বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। ক্রীতদাস আমদানি করে জনসংখ্যার ঘাটতি মেটাতে পর্তুগাল ও স্পেন নতুন নতুন দেশে নৌ অভিযান পাঠায়।

(ix) অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা :-

পর্তুগালের মতো দেশে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে কোনো অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ছিলনা। ফলে, তারা নিশ্চিন্তে ভৌগোলিক সম্প্রসারণের দিকে মনোনিবেশ করতে পেরেছিল।

(x). গৌরবের মহিমা প্রকাশ :-

ইউরোপের বহু দুঃসাহসিক নাবিক ও অভিযাত্রী নিজের ব্যক্তিগত বীরত্ব, দেশের জাতীয় গৌরবের কাহিনী বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে নিজেদের যোগ্যতার প্রমান দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

(xi) শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা :—

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রেরণা বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল। স্পেনের ফার্দিনাদ ও ইসাবেলার প্রয়াসে সেদেশের নাবিকরা যথেষ্ট উদ্দীপ্ত হয়েছিল।

(xii) পর্তুগালে সোনার অভাব :—

এইসময় পর্তুগালে সোনার সঞ্চয় ও যোগান কমে গেলে তারা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রয়োজনে সোনা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সামুদ্রিক অভিযানে পা বাড়িয়েছিল।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সামুদ্রিক অভিযানের ফলে ইউরোপবাসীর কাছে নতুন বিশ্বের দরজা খুলে যায়। ক্রমে পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের নিবিড় যোগাযোগ গড়ে ওঠে। উভয় প্রান্তের মধ্যে বানিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান শুরু হয়।